এক মহান বিপ্লবী চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ

দলের এক শিক্ষাশিবির চলাকালীন ১৯৭৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর সদস্য কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর মৃত্যুতে, পরদিন অনুষ্ঠিত দলের কর্মীদের এক সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রয়াত নেতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। কমরেড ব্যানার্জী কী প্রক্রিয়ায় একজন প্রকৃত মহান বিপ্লবী নেতা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন এবং তাঁর প্রতি প্রকৃত বিপ্লবী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে হলে দলীয় কর্মীদের কী করা উচিত, কমরেড ঘোষ আবেগমথিতভাবে তা ব্যাখ্যা করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বর্তমানকালে সেরা বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক ও প্রক্রিয়া সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। সর্বত্র সাম্যবাদীদের কাছে এই ভাষণটি যে শিক্ষা বহন করে আনে তা হ'ল এই নীতির উপর দাঁড়িয়ে, এর সঙ্গে সংগতি রেখে সাম্যবাদী চরিত্র গড়ে তুলতে না পারলে বর্তমান দুনিয়ার জটিল পরিস্থিতিতে সাম্যবাদী সংগঠন ও আন্দোলন সফলভাবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

কমরেডস্,

আজকের এই সভাটি প্রবল শোকের মধ্যে অনুষ্ঠিত হলেও (কান্নায় গলা ধরে আসে — খানিকক্ষণ থেমে আবার বলতে থাকেন), যাকে আমরা শোকসভা বলি, এই সভা ঠিক তা নয়। আপনারা সকলেই জানেন, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তিনি বহু মানুষের আপনারজন এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। শোষিত মানুষের তিনি একজন ভালবাসার পাত্র ছিলেন। কাজেই তাঁর শোকসভা প্রকাশ্যে হওয়া উচিত এবং সমস্ত মানুষের সেই শোকসভায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগ থাকা উচিত। তাই সেই অর্থে বলছিলাম, আজকের এই সভা যেটা হচ্ছে সেটা ঠিক শোকসভা নয়।

আপনারা সকলেই জানেন যে, দলের কর্মীদের একটা রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির চলছিল। শিক্ষাশিবিরের কাজ চলতে চলতে আমরা কঠোর, বাস্তব এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটা পরিস্থিতির সামনে এসে পড়েছি। রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরের কাজ আর চলতে পারেনি। তবে কেন্দ্রীয় কমিটির উপস্থিত সদস্যরা এবং রাজ্য কমিটিরও[১] নেতৃস্থানীয় কমরেডরা এইটুকু সময়ের মধ্যেই ঠিক করেন যে, আমাদের যে সমস্ত কর্মী এই রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে যোগদান করেছিলেন এবং আরও কিছু কর্মী যাঁরা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাইরে থেকে কলকাতায় এসে গিয়েছিলেন, তাঁদের একটা জমায়েত হোক্ এবং এই জমায়েতে আমি কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর ওপর কিছু বলি। সেই অর্থেই আজকের এই সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আপনারা জানেন, রাজনীতি একটা উচ্চ হৃদয়বৃত্তি। বিপ্লবী রাজনীতি তো অনেক উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। এ যেমন একদিকে কোমল, আবার এই রাজনীতির মধ্যেই রয়েছে কঠোর বাস্তবতা, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর এবং কঠিন কর্তব্যপরায়ণতা। শোকের জন্য আমাদের কাজ বসে থাকতে পারে না। বাইরের দিক থেকে রাজনীতির আচরণটা এমনই নিষ্ঠুর। কিন্তু এই বাইরে থেকে যেটাকে নিষ্ঠুর মনে হয়, তার মধ্যেই রয়েছে যথার্থ শোকোপলব্ধির তাৎপর্য। তাই বড় বিপ্লবীরা গভীর শোকের মধ্যেও তাদের কাজ ঠিক করে যায়। (কান্নায় আবার গলা রুদ্ধ হয়ে আসে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে বলতে থাকেন) কাজ তাদের করতেই হয়। কাজ করার ব্যাপারটা তাদের কোন অবস্থাতেই গোলমাল করা চলে না। তাহলে তাদের এ রাস্তায় আসাই চলে না। তাদের সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপন করতে হয়। তাই আপনাদের বলছিলাম, বিপ্লবী রাজনীতি একটা উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। অথচ, এর কর্মরীতি দেখতে বড় নিষ্করুণ। বাইরে থেকে মনে হয় — যেন এর মধ্যে করুণা, মমতার ছাপ নেই — অনেকটা যন্ত্রের মতো। কিন্তু বাস্তবে সত্যি তা নয়। এই কর্মনিষ্ঠার মধ্যেই রয়েছে বিপ্লবীর সত্যিকারের কোমল হৃদয়ের পরিচয়। সমস্ত সমাজের ব্যথা, বেদনা, মূল্যবোধেরও যথার্থ আঁচড় বিপ্লবীদের মধ্যে এমন করে পড়েছে যে, তারা বদ্ধ পরিকর হয়েছে তাদের বিপ্লবের কাজকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য। তাই কর্মকে বিপ্লবীরা অবহেলা করে না। অত্যন্ত প্রিয়জনের মৃত্যু এবং একটা অত্যন্ত ক্ষতির সময়েও, অত্যন্ত হৃদয়াবেগের একটা ব্যাপার ঘটার সময়েও, তারা কর্মক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য ভুলে যেতে পারে না। তাই নিছক শুধু একটা শোকপ্রকাশ,

হৃদয়াবেগের প্রকাশ বা আকুলতা প্রকাশের জন্যই কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য নেতারা এবং রাজ্য কমিটির নেতারা আজকের এই সভা ডাকেননি। তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেছেন, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর স্মরণে আয়োজিত এই সভায় আমি কর্মীদের কাছে এমন কিছু বলি যা নিয়ে তাঁরা তাঁর জীবনের অসমাপ্ত কাজকে আরও জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

কাজটা এই মুহূর্তে যথার্থই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে দেখা দিচ্ছে। এক এক সময় কথা স্বাভাবিকভাবে আসছে, আবার এক একটা কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে বলার ক্ষেত্রে ভীষণভাবে অসুবিধার সৃষ্টি করছে। (এই সময় কান্নায় কণ্ঠস্বর একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্য থেমে আবার বলতে শুরু করেন) যাই হোক্, যে কথা আপনাদের বলছিলাম, নিছক শোক প্রকাশের, শুধু হৃদয়াবেগের বিপ্লবীদের কাছে কোন মূল্য নেই — যদি বিপ্লবী না বোঝে, যে জিনিসটায় সে ব্যথা পেল, তার যথার্থ তাৎপর্য তাকে জীবনে কী করতে বলে। এমনকী সমাজের একটা প্রচণ্ড ক্ষতিকারক দিক দেখেও কোন মানুষ যদি একটা আঘাত পায়, মনে রাখবেন, সেই আঘাতের সত্যরূপ তখনই একমাত্র তার মধ্যে প্রতিভাত হয়, যখন সেই আঘাত থেকে সত্যি রাস্তাটা সে দেখতে পায় এবং সমাজকে সেই অবস্থা থেকে মুক্ত করার পথ কোন্‌টা, এবং তার করণীয় কাজ কী — সেইটা বুঝে সেই কাজে সে অবহেলা না করে। আমাদেরও ঠিক তাই।

যতদূর মনে পড়ে, গত দু'দিনের শিক্ষাশিবিরে একটা কথা আমি আপনাদের বলেছিলাম। তা হচ্ছে আমাদের, বিপ্লবীদের কাছে ব্যথা, হৃদয়াবেগ, ভাললাগা, ভালবাসা, মমতা, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ, ক্রোধ, ঘৃণা — সমস্ত কিছুরই একটা মানে আছে। এগুলো আমাদের কাছে নিছক একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। অন্তত কেউ বড় বিপ্লবী হলে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হতে পারলে, বিপ্লবকে বুঝতে পারলে, তার বোঝা উচিত যে, বড় বিপ্লবী হিসাবে ব্যক্তিগত কারণে এগুলোর প্রকাশ তার মধ্যে ঘটার কোন মানে হয় না। যদি ব্যক্তিগত কারণে এগুলোর প্রকাশ তার মধ্যে ঘটে, তাহলে বুঝতে হবে, সে বড় বিপ্লবী নয়। এগুলো সাধারণ মানুষের হয়। আবার, বিপ্লবীদের মধ্যেও অনেকের হয়তো কখনও কখনও এ জিনিস ঘটতে পারে এবং ঘটে থাকে। এটা এই কারণেই ঘটে — যেহেতু আমরা এই সমাজ-পরিবেশে থাকি এবং এই সমাজের শ্রেণীসংগ্রামের, বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েটের সংগ্রামের, নিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আমরা আবর্তিত হই। এই সমাজের যে সমস্ত ক্লেদ আমরা ফেলে দিতে চাইছি, সেগুলো আমরা ফেলে দিতে চাইছি বলে সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আমরা সেগুলো ফেলে দিতে পেরেছি, এমন ঘটে না। অথবা এই সমস্ত ক্লেদ যাঁরা ফেলেও দিতে পেরেছেন, তাঁদের মধ্যেও যে আবার এই সমাজের কাদামাটি জমছে না বা প্রতিমুহূর্তে জমবার চেষ্টা করছে না, তা বলা যায় না। ফলে সেগুলো একটা মুহূর্তের জন্য হলেও আমাদের বিস্মৃত করে দিতে পারে, বা এই সমস্ত বাজে জিনিসের শিকার করে দিতে পারে। কিন্তু একমাত্র সেই বিপ্লবীই তৎক্ষণাৎ এই জিনিস সামাল দিতে পারে, যার বিপ্লবের চেতনাটা অত্যন্ত পরিষ্কার, পরিস্ফুটএবং প্রাঞ্জল, যে জলের মতো সমস্ত জিনিস দেখতে পায় এবং খবর পায়, যে সোজা কথাটা যেমন অত্যন্ত সহজভাবে বুঝতে পারে, তেমনি জটিল কথাটাও অত্যন্ত সহজভাবে ধরতে পারে। সত্যিকারের বিপ্লবী হলে তৎক্ষণাৎ বা অতি সত্বর এর অকার্যকরী দিকটা সে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, বিপ্লব ও পার্টি স্বার্থ ছাড়া আমাদের, বিপ্লবীদের জীবনে এগুলোর অন্য কোনরূপ কার্যকরী তাৎপর্য নেই। যারা অন্য কোন দিক থেকে বা ব্যক্তিগত স্বার্থে এইরকম মানসিকতার প্রতিক্রিয়ায় কিছু করে, তারা এটা করবার সময় কিন্তু বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য, নিজেদের বিপ্লবী হওয়ার জন্য এবং বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতি এবং বিকাশের জন্য, এ জিনিসগুলোর তাৎপর্য একজন বিপ্লবীর জীবনে যথার্থ কী, সে সম্পর্কে এতটুকু খেয়াল করে না। এই কথাটা আমি এর আগেও বলেছিলাম। আজও বলছি এটা।

তাই কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী সম্বন্ধে প্রথমেই একটা কথা আপনাদের আমি বলব। আপনারা সকলেই জানেন, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী আমাদের দলের প্রথম সারির একজন বলিষ্ঠ নেতা ছিলেন। প্রথম সারির নেতাদের একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের দলের আছে এবং সেটা সুবোধবাবুর মধ্যেও ছিল। দলের সকল নেতার গুণ, ক্ষমতা এবং ঠিক যেমন ধরনের ভাবনা, আদর্শ, রুচি, সংস্কৃতি অনুযায়ী আমরা সকলের চরিত্রকে গড়ে তুলতে চাইছি — চরিত্রের দৃঢ়তা সকলেরই রয়েছে — কিন্তু তা একেবারে এক স্তরের রয়েছে সকলের, এটা অলীক কল্পনা। কারোর একটু কম আছে, কারোর একটু বেশি আছে। কারোর কোথাও একটু দুর্বলতা আছে, কারোর একটা দিক কম আছে, আবার কারোর একটা দিক প্রবল আছে। এটা থাকেই। কারণ, একই আদর্শ-নীতি নিয়ে সংগ্রাম করলেও প্রত্যেকেরই তা গ্রহণ করবার এবং সমস্ত ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করবার ব্যাপারে

যোগ্যতার তারতম্যের ওপর এই পার্থক্য ঘটে। আর তাছাড়াও মনে রাখতে হবে, সকল মানুষই দোষে-গুণে মানুষ। শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গে একটা বড় মানুষের, বা একটা বড় বিপ্লবীর, সাধারণ কর্মীদের সাথে প্রথম সারির দলের নেতাদের এই দোষ-গুণের কাঠামোটা শুধু আলাদা থাকে। কারণ, গুণ আর দোষ হচ্ছে এমন জিনিস যে, আমার পক্ষে যেগুলো গুণ, তার তুলনায় যেগুলো তা নয়, সেগুলোই আমার পক্ষে দোষ। আপনার পক্ষে যেগুলো গুণের দিক হওয়া উচিত, সেগুলো না থাকলেই আপনার হচ্ছে সেগুলো দোষের দিক। তাই স্তরভেদে দোষ-গুণের পার্থক্য থাকে। সকল স্তরেই এটা থাকে। লেনিন হোক্, স্ট্যালিন হোক্, মাও সে-তুং হোক্ বা 'কমিউনিস্ট সোসাইটি'তে গিয়ে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং-এর থেকে বড় মানুষ যাঁরা আসবেন, সাম্যবাদী সমাজে যাঁরা আরও উন্নত দরের অনেক বড় মানুষ হবেন, তাঁরাও কিন্তু দোষে-গুণে মানুষ থাকবেন। শুধু পার্থক্য এই হবে, আজকে আমাদের যেটা সর্বোচ্চ গুণের ধারণা, সেদিন হয়তো সেই ধারণা পোষণ করলে সেইটা হবে তাঁর দোষের দিক। এইটুকুই। অর্থাৎ তাঁর দোষের দিকটা অন্যরকম। ফলে আপনার চাইতে একজন উন্নত স্তরের বিপ্লবীর দোষ বলতে যা বোঝায়, আপনার দোষ বলতে তা বোঝায় না। সেইরকম একজন সাধারণ কর্মীর দোষ বলতে যা বোঝেন, আর একজন প্রথম সারির নেতার দোষ বলতে যা বোঝায়, তা এক নয়। যেমন, তাদের গুণ বলতে যা বোঝায়, একজন প্রথম সারির নেতার গুণ বলতেও তা বোঝায় না।

তাই যে কথাটা আপনাদের বলছিলাম, তা হচ্ছে সকল মানুষই দোষে-গুণে মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর গুণও যেমন ছিল অফুরন্ত, তেমনি দোষের দিকও কিছু ছিল। আজ যে কথাটা বারবার আমার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করছে, (আবার কান্নায় গলা ধরে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর আবার বলতে শুধু করেন) তা হচ্ছে, এইরকম এক একটা দোষ দেখে, বা ত্রুটির দিক দেখে কত সময় কত কমরেডের সামনে, সাধারণ কর্মীদের সামনে পর্যন্ত, কী চূড়ান্ত সমালোচনা তাঁকে করেছি, এমনকী তিরস্কার পর্যন্ত করেছি — শুধু নেতাদের মধ্যে যে করেছি, তা নয়। এখানে অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মী রয়েছেন, বহু দিনের বহু পুরনো কর্মী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এ জিনিস দেখেছেন। আমাদের দলের মধ্যে একটা রীতিই আমি চালু করতে চেয়েছিলাম যে, এসব আড়ালে-আবডালে হবে না। এখনও সেই রীতিটা আছে। তাই নেতাদের ভুল-ত্রুটির দিক সম্বন্ধে অনেক সময়েই আমি খোলাখুলিভাবে সমালোচনা করি।

আপনারা সকলেই জানেন, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় নেতা হিসাবে আমাদের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন। আর জনপ্রিয়তা যে মানুষকে কীভাবে নষ্ট করে বিপ্লবী রাজনীতির শিক্ষায় আপনারা যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা তা জানেন। যার জন্য সকল বিপ্লবী দলই 'পপুলিজম্' অর্থাৎ সস্তায় লোকপ্রিয়তা অর্জনের মানসিকতা ও আচরণের বিরুদ্ধে দলের অভ্যন্তরে চূড়ান্তভাবে সংগ্রাম করে — যাতে কোন নেতার মধ্যে এগুলো না আসে এবং তিনি তার শিকার না বনে যান। তা নাহলে একটা অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বিরাট বিপ্লবী প্রতিভাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সকল নেতা ও কর্মীদের বিপ্লবী মানসিকতাকে ঠিক রাস্তায় প্রবাহিত করার জন্য এ ধরনের সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা হওয়া উচিত এবং আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি — আমাদের দলে এটা রয়েছে। তাই নেতাদেরও দোষের দিকের ওপর অনেক সময় অনেক সমালোচনা হয় এবং এটা আমাদের দলে প্রকাশ্যেই হয়। আগেই বলেছি, সাধারণ স্তরের অনেক কর্মী, যাঁরা কলকাতার আশেপাশে থেকেছেন বা একসঙ্গে চলাফেরা করেছেন তাঁরা অনেকেই এটা দেখেছেন। সকল নেতার ক্ষেত্রেই দেখেছেন। অন্য দলে এসব চিন্তাই করতে পারে না। এমনকী আমি যতদূর ইতিহাস জানি, তাতে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, সেখানেও এমন জনপ্রিয়তা যে নেতার, তেমন স্তরের একজন নেতাকে এমনভাবে প্রকাশ্যে সমালোচনা করা হত কি না তা আমার জানা নেই। একমাত্র গত 'কালচারাল রেভোলিউশনে'র সময় চীনের পার্টিতে এটা আমি লক্ষ্য করেছি, এবং আপনারা সকলেই জানেন, মনেপ্রাণে এটাকে আমি সমর্থন করেছি। আর, আমাদের দেশে আমি নিশ্চিত জানি, এই ধরনের প্রকাশ্য সমালোচনা এবং এই ধরনের কঠোর তিরস্কার অন্য কোন দলে করলে — এ ধরনের একজন প্রতিষ্ঠাবান নেতার ক্ষেত্রে করলে তো কথাই নেই — তৎক্ষণাৎ সেইটাকে কেন্দ্র করে ঘোঁট পাকিয়ে যেত, বা তারা উল্টোপাল্টা আচরণ করত এবং দলের সংহতিকে নষ্ট করত। অথচ আপনারা সকলেই জানেন যে, এমন ধরনের ঘটনা এ দলে কখনই ঘটেনি।

কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, যাঁর এত জনপ্রিয়তা ছিল দেশের মানুষের কাছে, প্রশাসনের কাছে যাঁর এমন

একটা 'ওয়েট' ছিল — এটা যে তাঁর ছিল, সেটা তো তিনিও জানতেন — সেই মানুষটা কিন্তু প্রকাশ্যে কমরেডদের সামনে নানা সময়ে আমার দ্বারা কঠোরভাবে সমালোচিত হওয়া সত্ত্বেও — হয়তো কখনও কখনও ব্যথা পেতেন — কিন্তু দলের নেতৃত্ব ও ঐক্য-সংহতি দুর্বল হতে পারে, এমন ধরনের আচরণ কোন সময়েই করেননি। মিথ্যা আত্মমর্যাদাবোধ থাকলে, অহম্ থাকলে, সাধারণত মানুষের ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে অর্থাৎ তারা মাথাটা খারাপ করে দিয়ে এমন সব উক্তি, আচরণ করতে থাকে বা বলতে থাকে যে, দলের নেতৃত্ব ও ঐক্য-সংহতির মধ্যেই তারা নানান বিভেদ সৃষ্টি করে বসে — সেই জিনিসটি কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর মধ্যে একেবারেই ছিল না। এইরূপ প্রকাশ্য সমালোচনার যথার্থ তাৎপর্য না বুঝতে পেরে কখনও কখনও অত্যন্ত সাধারণ স্তরের এবং নতুন কর্মী হয়তো প্রশ্ন তুলেছেন। সুবোধবাবু কিন্তু সবসময়েই তাদের — দলের অন্যান্য প্রথম সারির নেতাদের মতোই — দলের অভ্যন্তরে এইরূপ সমালোচনার যথার্থ তাৎপর্যের দিকটি ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রতি সহানুভূতি থেকে এইসব প্রশ্ন উঠেছে বলেই তাদের নিয়ে কোন ঘোঁট পাকানো তো দূরের কথা, তিনি কখনও সেগুলোকে প্রশ্রয় দেননি। কোত্থেকে এই মানসিক ধাঁচাটা সুবোধবাবু পেয়েছিলেন ? দলের বড় বড় নেতারাও সেটা পেয়েছেন। এই দলের প্রথম সারির নেতাদের এই অদ্ভুত মানসিক কাঠামোটি, যেটা সুবোধবাবুর মধ্যেও ছিল, এই দলের রাজনীতি এবং শিক্ষার মধ্য থেকেই গড়ে উঠেছে, এটা আপনারা মনে রাখবেন। শুধু কতকগুলো বড় বড় কথার দ্বারা এটা হয়নি। কতকগুলো স্লোগান, বা শুধু পার্টির রাজনৈতিক লাইনের দ্বারাও হয়নি। এই দলটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে সঠিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ একটা নতুন 'মডেল'-এ, নতুন আদর্শে গড়ে উঠেছে। তার গড়ে তোলবার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। কোন দলে আপনারা এ জিনিস দেখতে পাবেন না। নতুন নতুন আজকালকার অনেক কর্মীদের রাজনীতি শেখার সাথে সাথে দলীয় রাজনীতি ও আদর্শের মধ্যে সংস্কৃতির এই যে সুরটি রয়েছে, সেই সুরটি অনুধাবন করে এইটি তাদের আয়ত্ত করতে হবে। এইটি আয়ত্ত করতে পারলে তবেই সুবোধবাবুকে সঠিক বোঝা যাবে। আর তা নাহলে শ্রদ্ধার মধ্যেও থাকবে অনেক ফাঁকি। হৃদয়াবেগের মধ্যেও থাকবে অনেক মিথ্যাচার। সত্য থাকবে না। ভুল থাকবে। আর, ভুল করে একটা মানুষকে অশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেও ফল তার ভাল হয় না।

ঠিক ঠিক বুঝে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে চাইলে বুঝতে হবে, তাঁর কোন্ জিনিসটা সবচেয়ে মহৎ এবং বড় — যেটা সচরাচর অনেক বড় বিপ্লবী এবং ক্ষমতাবান নেতার মধ্যেও ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়। এই দলের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে তা দেখতে পাবেন। এটা একটা মামুলি ও তুচ্ছ কথা নয়। জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, পাণ্ডিত্যে এই দলের প্রথম সারির নেতাদের চাইতে এবং সেই অর্থে সুবোধবাবুর চাইতেও অনেক বেশি জ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে অনেকে এসেছেন। বিচার করলে দেখা যাবে জ্ঞানে, বিদ্যায়, পাণ্ডিত্যে তাঁদের অনেকের সাথে সুবোধবাবুর তুলনাই চলে না। কিন্তু চরিত্রের মধ্যে বিপ্লবী সংস্কৃতির এই দিকটি না থাকার জন্য, যেটা সুবোধবাবুর ছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকে অধঃপতিত হয়েছেন, যেমন অধঃপতিত হয়েছেন একসময়কার বড় বিপ্লবী ও বিরাট পাণ্ডিত্যের অধিকারী প্লেখানভ এবং বুখারিন, কাউট্স্কির দল। পাণ্ডিত্য তাঁদের রক্ষা করতে পারেনি। এই দিকটায় সুবোধবাবু অনেক বিপ্লবীর চেয়েই বড় ছিলেন — এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলছি এবং এ কথা আপনারাও অস্বীকার করতে পারবেন না। কারণ, এই দিকটা অনেক বড় বিপ্লবীও তাঁদের জীবন ইতিহাসে এমন করে দেখিয়ে যেতে পারেননি যে, যতক্ষণ দলের মূল চিন্তাধারা ও নেতৃত্ব সঠিক রয়েছে ততক্ষণ নেতৃত্বের থেকে সমালোচনা — তা সে প্রকাশ্যেই হোক্ এবং যত কঠোরই হোক্, এমনকী কোন সময়ে যদি সেই সমালোচনা মুহূর্তের জন্য হলেও তাঁর কাছে অবমাননাকর হয়ে থাকে, যা বিন্দুমাত্র মিথ্যা অহম্বোধ থাকলে এবং বিপ্লবী সংস্কৃতি ও রুচির মান উঁচু পর্দায় বাঁধা না থাকলে মিথ্যা আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগবেই — তাহলেও সেই সমালোচনাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করে কীভাবে যথার্থ বিপ্লবীর মতো আচরণ করতে হয়। এইসব নিয়ে কখনও মাথা খারাপ না করা, বুদ্ধি এবং মূল বিচারধারা গোলমাল হতে না দেওয়া এবং দলের সংহতি ও নেতৃত্বকে দুর্বল না করা যে একজন বড়দরের কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতা হতে গেলে অবশ্য দরকার — একথাটা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী খুব ভাল করে বুঝতেন। কারণ, এই সমালোচনার পিছনে যে একটা কল্যাণের দিক আছে এবং শুভবুদ্ধি কাজ করছে, এটা যে শুধু একটা সমালোচনাই নয় — একথা বুঝতে তাঁর কখনই ভুল হয়নি। এটা দলের মধ্যে সকলকেই বড় বিপ্লবীর স্তরে উন্নীত করার জন্য অহরহ করা হচ্ছে। কাউকে ছোট করার জন্য করা হচ্ছে না, সকলকেই মহৎ করার জন্য করা

হচ্ছে।

আপনারা এই কথাটা সবসময় মনে রাখবেন, যাদের তীব্র সমালোচনা করা হয়, তাদের সম্বন্ধে প্রবল হৃদয়াবেগও আছে। (কান্নার প্রচণ্ড আবেগে গলা একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়। এই সময় হলের সমস্ত কর্মীরাও উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়েন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করেন) এই দলে কঠোর সমালোচনা হয়। এখনও হয় এবং আমি তার পক্ষপাতী। আমি নিজে করি, অপরকেও করতে বলি। কেউ যদি কখনও এই জাতের সমালোচনাকে অন্যভাবে গ্রহণ করে, আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, আমি তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে যাই, আরও তাকে বেশি সমালোচনা করি। আমি বলি, মিথ্যা সম্মান ও মর্যাদাবোধের কোন মূল্যই নেই। ব্যক্তিগত সম্মানবোধ ও মর্যাদাবোধের ওপরেও একটা জায়গা আছে। সেই জায়গাটায় যে উঠতে পারল, এই সমালোচনাও তার শ্রদ্ধা কেড়ে নিতে পারবে না। এই জায়গাটায় উঠতে পারলে তাকে প্রত্যেক মানুষ শ্রদ্ধা করবে ভিতর থেকে। করবেই যাঁরা খাঁটি মানুষ। নাহলে বাঁদর, কুকুর, বিড়াল, ইতরের স্তরের লোকের শ্রদ্ধা পেয়েই বা কী হবে? শ্রদ্ধা পেতে হলে তো বড় মানুষদের কাছ থেকেই পাওয়া উচিত। ফলে এটার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত এবং সুবোধবাবুর এই ভিত্তি খুব সুদৃঢ় ছিল। সুবোধবাবু বুঝেছিলেন যে, যে আদর্শ ও নীতির প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল, সেই আদর্শ ও নীতির প্রতি আনুগত্যের অর্থেই, তার নেতৃত্ব যে সময়ে যে রূপেই থাকুক, তাকে যে প্রক্রিয়াতেই হোক, যে যুক্তির আড়ালেই হোক দুর্বল করলে, তার দ্বারা আসলে প্রগতির বিরুদ্ধে যাওয়া হয়, নিজেরও অনিষ্ট সাধন করা হয়, বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষতি করা হয়। ভুল, ত্রুটি, দোষ সুবোধবাবুর যাই থাকুক, এবং তার জন্য যত সমালোচনাই থাকুক, তাঁর কিন্তু এই আসল কথাটা বুঝতে ভুল হয়নি। তিনি এই স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আর এটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বড় মানুষ, এবং বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি আজ সকল কমরেডের, অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছেন। এটার দ্বারা যে শিক্ষা তিনি আপনাদের সামনে রেখে গেছেন, সেইটা যদি আপনারা সকলে মনে রাখেন এবং প্রতিদিনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও অনুরূপভাবে সুবোধবাবুর মতোই আচরণ করতে পারেন, তবেই তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে।

কমরেডদের মনে রাখতে হবে, সুবোধবাবুর প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় তা যেন সত্য-মিথ্যায় মিশ্রিত হয়ে না থাকে। এখানে শরৎবাবুর[২] একটা কথা আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেব। আপনারা জানেন, মিথ্যা দিয়ে বড় কাজ হয় না। এমনকী মিথ্যাকে সত্য বলে ভেবে প্রবল ভাবাবেগ সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা কোন বৃহৎ কাজ করা যায় না। বরং এর ফলে সর্বদিকে অনিষ্ট হয়, নিজেরও ক্ষতি হয়। কী অর্থে নিজের ক্ষতি হয়? ক্ষতি এই অর্থে হয় যে, আমি সত্য বুঝতে পারিনি। ফলে মিথ্যাকে সত্য মনে করে আমি চলেছি এবং সেইটিকেই আদর্শ করে ফেলেছি — সেই অনুযায়ী নিজের মানসিক গঠন তৈরি করে ফেলেছি। আর এই যদি আমি করে ফেলে থাকি, তাহলে আমি বড় হব কী করে? এ হলে আমিও বড় হতে পারি না। আমিও মিথ্যা হয়ে যাই। আবার, একটা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও আমি মিথ্যাকে যদি সত্য বলে মনে করি, তাহলে তা লোককে আমি বলি এবং সেই জিনিসটাই মনে করার দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা এবং নিষ্ঠার দ্বারা আমার বোঝাবার যতটুকু ক্ষমতা আছে, তা দিয়ে আমি লোককে তা গ্রহণ করাই। ফলে আন্দোলনে মানুষের অকল্যাণ ঘটে। তাই শরৎবাবু একটা সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'মিথ্যা বলা অপরাধ। কিন্তু, সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে বলার মত অপরাধ পৃথিবীতে কমই আছে।' তিনি একথা কেন বললেন? বলেছেন এই কারণে যে, যেটা মিথ্যা, সেটা যদি কেউ বলে, তাহলে সে অন্যায় করে। কারণ, এর দ্বারা সে মানুষের কল্যাণের বিরুদ্ধে গিয়েছে। মিথ্যাকে সত্য বলে চালাবার চেষ্টা করে সে লোককে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। নিজে তো বিভ্রান্ত হয়েছেই, অপরকেও বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু যেহেতু এটা মিথ্যা, সত্যানুসন্ধানী মানুষ একদিন তা ধরতে পারবে সহজেই। আজ হোক, কাল হোক, তার ফাঁকির দিকটা ধরা পড়ে যাবে সহজেই। এটায় খানিকটা সাময়িক ক্ষতি হবে। কিন্তু, কেউ যখন সত্য-মিথ্যায় মিলিয়ে বলে, তখন মিথ্যার স্বরূপ ধরতে জনসাধারণের বাড়তি অসুবিধা হয়। সে মিথ্যার জট খোলা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। সত্যের সঙ্গে মিথ্যা এবং মিথ্যার সঙ্গে সত্য মিলে, না সত্যের রূপ বোঝা যায়, না মিথ্যার রূপ বুঝতে মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে পারে। কারণ, এর মধ্যে কিছু সত্য আছে। আর, সত্যের অমোঘ শক্তি থাকার জন্য সত্যটা মিথ্যার সঙ্গে মিলে থেকে মিথ্যাটাকে কিছুতেই ধরতে দেয় না। ফলে মিথ্যা ধরতে মানুষের হয় অনেক অসুবিধে এবং মিথ্যা সত্যের সঙ্গে মিশে থাকে বলে যতটুকু সত্য তাতে আছে, তার সত্যরূপও মানুষের কাছে প্রতিভাত হতে পারে না। দীর্ঘদিন পার হয়ে যায় সত্য-

মিথ্যার এই ডামাডোলের মধ্যে, মানুষ পথ করে উঠতে পারে না। তাই যত নিষ্ঠা এবং আবেগই থাকুক না কেন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং চলার রাস্তাটা যদি ভুল হয়, তা যদি মিথ্যা হয়, সত্যকে প্রতিফলিত না করে, তাহলে তার দ্বারা শেষপর্যন্ত শুধুমাত্র অনিষ্টই নয়, অকল্যাণই সাধিত হয়। লেনিনকেও তাই বলতে শুনি যে, একজন অসাধু ধর্মযাজকের চেয়ে সমাজপ্রগতির আন্দোলনে একজন সৎ ধর্মযাজক অনেক বেশি ক্ষতি করে। শরৎবাবুকেও তাই বলতে শুনি, মিথ্যা বলা অপরাধ, নিন্দনীয়, দণ্ডনীয়;কিন্তু সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে বলার মতো অপরাধ আর নেই। এ এক চরম অপরাধ। এরকম অপরাধ আর মানুষের কিছু হতে পারে না। তাই সমস্ত জিনিসই, এমনকী হৃদয়াবেগও সত্যের ভিত্তিতে, সত্যোপলব্ধির ভিত্তিতে পরিচালিত করা দরকার। হৃদয়াবেগ যেন মিথ্যার ভিত্তিতে পরিচালিত না হয়। এই কথাটা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে।

খেয়াল রাখলে সুবোধবাবুর যে জিনিসটা সবচেয়ে বড় হয়ে আপনাদের কাছে দেখা দেবে, তা হচ্ছে তাঁর চরিত্রের ঐ দিকটা, যেটা আমি আপনাদের কাছে বললাম। তাঁর চরিত্রের এইটাই সবচেয়ে বড় দিক ছিল। নাহলে আত্মত্যাগ ও পাণ্ডিত্যের দিক থেকে বিচার করলে এরকম বহু নেতা রাজনৈতিক আন্দোলনে এসেছেন। ইতিহাসের ছাত্র যারা, তারা বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত হতে দেবে কেন? তারা তো এ বাস্তব ঘটনা জানবে! দেশে দেশে এমনকী এই দেশের মাটিতেই সর্বস্ব দিয়ে, নিঃস্ব হয়ে, সর্বস্বান্ত হয়ে শুধু আন্দোলন এবং বিপ্লবের জন্যই কত লোক নিজেকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে। স্বদেশী আন্দোলনে কি আমাদের দেশে এইরকম লোকের সংখ্যার অভাব ছিল? তারপর জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির দিক থেকে বিচার করলেও সুবোধবাবুর জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির যে স্তর ছিল, সেই স্তরের লোকই কি এদেশে, বা বিশ্বে কম এসেছেন? কিন্তু এই দুটো জিনিস থাকা সত্ত্বেও তাঁদের অনেকের মধ্যেই যে জিনিসটা ছিল না, বা দেখতে পাওয়া যায়নি, যেটা সুবোধবাবুর ছিল এবং যার জন্য সুবোধবাবুকে মনে রাখতে হবে, মন ঢেলে শ্রদ্ধা করতে হবে — সেটা হ'ল তাঁর আদর্শ এবং রাজনীতির কাছে, আদর্শ এবং উদ্দেশ্যের কাছে এবং সেই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের সামগ্রিক স্বার্থের কাছে প্রশ্নাতীত আনুগত্য। কোথাও একটু আঘাত পেয়েছেন, ব্যথা পেয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন বলে বা কোথাও একটু সম্ভ্রমে, মর্যাদায়, অহমে লেগেছে বলে — যুক্তি দিয়ে, কূটবুদ্ধি দিয়ে, ব্যক্তিবাদ ও হীন ব্যক্তিত্বের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নটিকে তিনি কখনও গোলমাল করেননি। এইভাবে নিজের এই মূল এবং মৌল বিচারকে বিভ্রান্ত হতে না দেওয়ার যে স্তর, যে স্তরে পৌঁছুলে একজন বিপ্লবী কোন আঘাত পেলেও এমনকী কোন সময় কোনরকম অন্যায় ব্যবহার পেলেও বা কোনরকম অবিচারের সামনে পড়েও এ জিনিস গোলমাল করে না, সুবোধবাবু পার্টির চিন্তাধারা ও আদর্শকে সামনে রেখে নিরলস ও নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই স্তরে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন — আমার এই কথাটা আপনারা মনে রাখবেন, দোষ-ত্রুটি তাঁর যাই আপনাদের চোখে পড়ুক না কেন। এইটাই আপনাদের শেখবার, নেবার — যেটা অনেক বড় কর্মী, ভাল কর্মীর সবসময়ে খেয়াল থাকে না।

এটা আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আমাদের দলের একটা ভাল স্তরের কর্মী এবং কমরেড রয়েছেন, যাঁরা তুলনামূলকভাবে ভারতবর্ষের বর্তমান বিশেষ অবস্থার মধ্যে আপেক্ষিক অর্থে ভাল কমিউনিস্ট-এর স্তর অর্জন করেছেন, যাঁরা অল্পবিস্তর এই মানসিকতার অধিকারী। কিন্তু সেই সংখ্যাটা খুব বেশি নয়। আপনারা এই বিরাট হল ভর্তি নেতা ও কর্মীরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন। আরও কত অসংখ্য কমরেড এবং দরদী বন্ধু-বান্ধব আছেন, যাঁরা এখানে আসেননি। তাঁদের কাছে এই সংবাদটা যদি পৌঁছে দিতে পারেন, প্রত্যেকের মধ্যে এই মানসিক ধাঁচা, রুচি, এবং শিক্ষার এই স্তরটা যদি গড়ে দিতে পারেন যে, সমস্যা ব্যক্তিগত জীবনের সামনে যাই আসুক না কেন, দলের চিন্তাধারা, মূল রাজনৈতিক লাইন ও আদর্শ যতক্ষণ ঠিক আছে, ততক্ষণ কেউ আঘাত পেয়ে, বা কারো প্রতি খারাপ ব্যবহার এবং অবিচার করা হয়েছে বলে, তার দ্বারা মস্তিষ্ক খারাপ করে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে বুদ্ধি ও মূল বিচার্য বিষয়গুলি গোলমাল করে দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে দুর্বল করা, পার্টির নেতৃত্ব ও ঐক্য-সংহতিকে দুর্বল করা, নিজের সমর্থকগোষ্ঠী জোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়া, ঘোঁট পাকাতে শুরু করা — যা আকছার আমরা অন্যান্য পার্টিগুলির মধ্যে দেখতে পাই — যথার্থ বিপ্লবী হলে তা কোনমতেই করা চলে না। এসব কাজ যে যুক্তির আড়ালেই হোক্, মনে রাখবেন, আসলে সেগুলো কূটযুক্তি মাত্র। একজন বিপ্লবীর রাজনৈতিক চেতনা, মূল্যবোধ এবং রুচি-সংস্কৃতির মান যে স্তরে উন্নীত হলে এই ধরনের কার্যকলাপের কথা কখনও চিন্তাতেও আনতে পারে না, সুবোধবাবু বিপ্লবী চেতনার সেই স্তরে পৌঁছেছিলেন। এই যে স্তরটা, এটা মামুলি স্তর নয়। প্লেখানভ — লেনিনের ভাষায় যিনি রাশিয়ার মার্কসবাদী আন্দোলনের জন্মদাতা —

মস্ত বড় পণ্ডিত হয়েও এই স্তরে পৌঁছাতে পারেননি বলে শেষ পর্যন্ত নিজেকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি। বুখারিন, ট্রট্স্কির মতো একদা মস্ত বড় পণ্ডিত এবং বিপ্লবীরাও কিন্তু এই স্তরে নিজেদের পৌঁছাতে পারেননি;আর তাই শেষপর্যন্ত তাঁদেরও অধঃপতন ঘটেছে। চীনের এতবড় একটি মহত্ত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরেও ঐ দেশের যেসব পুরনো বড় বড় বিপ্লবীরা আজও দলে ফিরে আসতে পারলেন না, সমালোচনার পর পার্টির কাছে খোলা মনে দোষ-ত্রুটি স্বীকার করে পার্টিতে যোগ দিতে এবং আনন্দের সঙ্গে পার্টি কর্তৃক দেয় যে কোন পোস্টে যে কোন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে রাজি হতে পারেননি, তাঁরা তাঁদের মানসিকতা ও আচরণের দ্বারা এই কথাটাই প্রমাণ করছেন যে, তাঁরা এখনও এই স্তরে পৌঁছাতে পারেননি। যদিও বড় বড় বিপ্লবীদের একদল কিন্তু ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছেন, কিন্তু একদল এখনও আসতে পারেননি। তাঁরা কিন্তু মস্ত বড় নেতা হয়ে, বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়ে, অনেক বইপত্র লিখে, এবং নানা সময়ে অতীতে কর্মীদের অনেক ক্লাস নিয়েও আজও এই স্তরে পৌঁছাতে পারেননি। তা নাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং প্রকাশ্যে তাঁদের যত অবমাননাই করা হয়ে থাকুক না কেন — বিপ্লব, সমাজের অগ্রগতি ও প্রগতির স্বার্থেই নিঃশর্তভাবে পার্টির কাছে তাঁরা ফিরে আসতেন, ব্যক্তিগত মিথ্যা মর্যাদা-অমর্যাদার তোয়াক্কা করতেন না। আমাদের দেশেও এই ধরনের তথাকথিত বহু কমিউনিস্ট নেতা, বুদ্ধিজীবী, বিদ্যাদিগ্‌গজ এবং বইলেখা পণ্ডিতরা রয়েছেন, যাঁদের বেশিরভাগই বিপ্লবী রুচি-সংস্কৃতির এই স্তরের ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারেননি। ফলে মনে রাখবেন, এটা একটা মস্ত বড় দিক এবং এই দিকটি আয়ত্ত করতে না পারলে শুধু বক্তৃতা দিয়ে কাগজে নাম ছাপিয়ে আর বই লিখে বড়দরের বিপ্লবী হওয়া যায় না।

আপনাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের সামনে অনেক কাজ, এই কথাটা যদি শুধুমাত্র কথার কথা হিসাবে আপনারা না বলেন — রক্ত দিয়ে, নাড় দিয়ে, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বোঝেন — তাহলে যেমন করে হোক্, প্রথমে এই মূল কথাটা আপনাদের বুঝতে হবে যে, ভারতবর্ষে ব্যক্তির বিকাশের কথা হোক্, কল্যাণের কথা হোক্, পরিবারগুলির কল্যাণের প্রশ্ন হোক্, অগ্রগতি ও উন্নতির প্রশ্ন হোক্ — আর্থিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত দিকের অধোগতি থেকে যদি ব্যক্তিকে, পরিবারগুলোকে, পারিবারিক সম্পর্ককে, স্নেহ, প্রীতি, মমতা, মানুষের মূল্যবোধ, রুচি, সংস্কৃতি, এমনকী বিজ্ঞানসাধনাকে — অর্থাৎ এককথায় গোটা দেশকে বাঁচাতে হয়, পরিবর্তিত করতে হয়, তাহলে বিপ্লব ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর, আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে, সেই বিপ্লব হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই কথাটি প্রথমে আপনাদের বুঝতে হবে। তারপর তাকে আরও ভালভাবে বোঝবার জন্য কী কী আরও সংগ্রহ করতে হবে, কতরকমভাবে নানান দিক থেকে এই বিষয়টিকে ভাল করে বুঝতে হবে — সেটা আলাদা কথা। এখানে তা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। যত নানা দিক থেকে, নানা বিষয় ঘেঁটে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আপনারা বুঝতে পারবেন, তত আপনাদের বোঝা প্রোজ্জ্বল হবে, তত আপনাদের মানসিক দৃঢ়তা, কর্মক্ষমতা এবং চরিত্রের যে ভিত্তিটি আমি গড়ে তোলবার কথা বলছি — যেটি সুবোধবাবুর ছিল, এবং যেটি সম্পর্কে এতক্ষণ ধরে আমি আপনাদের কাছে বললাম এবং আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, যা আমাদের দলের প্রথম সারির সকল নেতারই আছে — তা আপনাদের সকলের মধ্যেই গড়ে উঠতে থাকবে।

বিপ্লবী চরিত্রের এই সুদৃঢ় ভিত্তি সুবোধবাবুর ছিল এবং যোগ্যতার তারতম্য সত্ত্বেও প্রথম সারির সকল নেতাদেরই এটা আছে বলেই আপনারা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন, তাদের কোন সময় কোন একটা কাজে ভুল করতে দেখলে, ভ্রান্তি ঘটতে দেখলে, একটা অন্যায় দেখলে আমি নির্বিবাদে এই প্রথম সারির নেতাদের যে ভাষায় সকলের সামনেই সমালোচনা করে থাকি, অনেক সাধারণ কর্মীদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি তা করি না। সেখানে আমি কোন অবস্থাতেই সাধ্যমত নিজেকে 'ইমপাল্‌স্'-এর শিকার হতে দিই না। দুর্বলচিত্ত ও রাজনৈতিকভাবে অসচেতন একটা নতুন কমরেড বা অন্য ধরনের কমরেডদের ক্ষেত্রে, যারা এখনও এই স্তরে পৌঁছায়নি, অনেক সময়েই তাদের অনেক আচরণ যা চূড়ান্তভাবে আমাকে বিরক্ত করে থাকে — দলের স্বার্থ, সংস্কৃতি, রুচির সঙ্গে খাপ খায় না, কার্যকারিতার দিক থেকেও খাপ খায় না — তবু আমি তাদের বিরুদ্ধে সাধারণত কোন কঠোর শব্দ ব্যবহার করি না। তাঁরা কিন্তু যে ভাষায় প্রথম সারির নেতারা সমালোচনা শোনেন, সে ভাষায় শোনেন না। তাঁরা আমার কাছ থেকে খুব সহানুভূতি পেয়ে থাকেন, যেটা সমালোচনার সময় বড় নেতারা কেউ পান না। এর কারণ কী? প্রথমত, নেতারা হলেন দলের সুদৃঢ় ভিত্তি, স্তম্ভস্বরূপ। তাঁদের ত্রুটি, ভুলভ্রান্তির ফলে গোটা বিপ্লবী আন্দোলন এবং পার্টি রাজনীতি বিপথগামী হয়ে যেতে পারে, দলের এবং

বিপ্লবের বহু ক্ষতিসাধন হয়ে যেতে পারে। তাই তাঁদের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তির প্রকৃতি মারাত্মক। দ্বিতীয়ত, নেতাদের রাজনৈতিক চেতনা, শিক্ষা এবং রুচি ও সংস্কৃতির মান এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে, যাতে আমার কাছ থেকে সমালোচনা যত তীব্রই হোক্ না কেন, তার যথার্থ তাৎপর্য এবং কল্যাণের দিক ধরতে তাঁরা কখনই ভুল করবেন না — এ সম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলেই নির্দ্বিধায় অনেক সময় আমি তাঁদের তীব্র সমালোচনা করে থাকি। সাধারণ স্তরের কর্মীদের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। তাই তাদের ক্ষেত্রে আচরণের এবং সমালোচনার রীতিরও পার্থক্য ঘটে। এটা হ'ল অবস্থা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা। কারণ, সত্যের রূপ হ'ল বিশেষ। আলোচনা-সমালোচনার যে রূপটি এবং যে ভঙ্গিটি নেতাদের সঙ্গে আলোচনা-সমালোচনার সময়ে হয়তো সত্যকে প্রতিফলিত করে, যদি সাধারণ স্তরের কর্মী এবং সকল কর্মীর ক্ষেত্রে একইরূপে এবং একই ভঙ্গিতে তা করা হয়, তবে তা সত্যকে প্রতিফলিত করে না। এই কথাটা কিন্তু আমাদের দলের অনেক নেতারা কার্যক্ষেত্রে মনে রাখেন না। সাধারণ কর্মীদের ক্ষেত্রে সমালোচনার ভাষা তীব্র হলে, সমালোচনার কঠোরতার মধ্যেও যে বিদ্বেষের মনোভাব নেই, বরং কমরেড সুলভ মমতা এবং প্রীতি রয়েছে — একথা বুঝতে সময় লাগে। হাজার বকাবকি করলেও ভিতরে মমতা, আবেগ, অনুভূতি এবং তাদের প্রতি ভালবাসা, দায়িত্ববোধে যে এতটুকু চিড় নেই — এটা বুঝতে সময় লাগে। এ শুধু কথা শুনে বোঝা যায় না। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। একসঙ্গে থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দীর্ঘদিন লড়াই করে এটা বুঝতে হয়। যারা বুঝেছে বলে মনে করি, তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই খড়্গহস্ত হয়ে যাই, এতটুকু দ্বিধা মনে জাগে না। আর, যাদের ক্ষেত্রে মনে করি কঠোরভাবে সমালোচনা হলে ভুল বুঝতে পারে, হয়তো অন্যরকম ভাবতে পারে, বা ঘাবড়ে গিয়ে বিষয়টা বুঝতে তার আরও অসুবিধা হতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে আমি সবসময়েই ধীর এবং শান্তভাবে আলোচনার পক্ষপাতী।

যাই হোক্, যে কথাটা আমি বলছিলাম — তাহচ্ছে যে, মূল কথাটা আমরা ধরেছি — অর্থাৎ ব্যক্তির জীবন, সমাজের সামগ্রিক জীবনধারা এবং সমস্ত দিক থেকে যদি সমাজের পরিবর্তন আমরা আনতে চাই, তাহলে বিপ্লব ছাড়া গতি নেই, এবং সেটা আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এই বিপ্লবের কথাটা বুঝবার জন্য আমরা নানাদিক থেকে পড়াশুনা করি, জানবার চেষ্টা করি, কিন্তু মূল কথাটা একটাই। এই বোঝার স্তরটা যত আমরা উন্নত করি, তত তা প্রোজ্জ্বল হয়, তত জিনিষটা পরিষ্কার হয়, তত আমরা দৃঢ়চেতা হই, তত আমরা মানসিক দিক থেকে অনেক সম্পদের অধিকারী হই, বিপ্লবের উপযোগী করে দেহমনকে গঠন করে তুলি, রুচি-সংস্কৃতির আধারটা তৈরি করে তুলি আর রাজনৈতিক কর্মক্ষমতাকেও আমরা বাড়িয়ে ফেলতে পারি এবং আমাদের আন্দোলনের প্রক্রিয়া, গতিপ্রকৃতি, কায়দাকানুন, কৌশলগুলোও আমরা ক্রমাগত উন্নত করতে পারি এবং সবসময়েই তাকে 'ডাইনামিক' (গতিশীল) স্তরে রাখতে পারি। এইজন্য নানাদিক থেকে আমাদের জানতে হয়, পড়তে হয়। কিন্তু মূল কথা তো এইটাই যে, পরিবর্তন বিপ্লব ছাড়া হবে না এবং এই বিপ্লব কথাটা ভাসাভাসা ও ঢিলেঢালাভাবে বুঝলেও চলতে পারে না। তাহলে এরই সাথে এইখানে আমরা যারা সমবেত হয়েছি তারা নিশ্চয়ই এই কথাটাও মনে করি যে, বিপ্লব আর বিপ্লবী পার্টির প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, এমন কাণ্ড কখনই ঘটে না যে, বিপ্লব হয়ে যাবে অথচ বিপ্লবী পার্টি নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তৈরি হয়নি। এমন কাণ্ড ইতিহাসে কোনদিন হয়নি, হয় না, হতে পারে না। সমাজে শ্রমিক-চাষী-শোষিত মানুষের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বিপ্লব বারবার গমকে গমকে আসতে চাইবে, গমকে গমকে ফেটে পড়তে চাইবে। সমাজ অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব ফুলে ফুলে উঠে বারবার বলতে চাইবে — এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই; মানুষের মগজের কাছে, মানুষের কাছে আবেদন করতে চাইবে — বিপ্লব আমি চাই। কিন্তু বিপ্লব ততদিন হবে না, বার বার সে ফিরে যাবে, বিপথগামী হয়ে ফিরে যাবে, বার বার তার দ্বারা প্রতিক্রিয়া লাভবান হবে, বিপ্লব হবে না, যতদিন না বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত শক্তি নিয়ে বিপ্লবী পার্টির আবির্ভাব হবে। তাই আপনারা মনে রাখবেন, শুধু বিপ্লব চাই — এটা কোনও বিপ্লবী চেতনা নয়। তাই শ্রমিকশ্রেণী, সর্বহারার কথা আমি চিন্তা করি — এটাও কোন সর্বহারা শ্রেণীচেতনা নয়। সঠিক বিপ্লবী চেতনা হ'ল, সঠিক সর্বহারা শ্রেণীচেতনা, আর সঠিক সর্বহারা শ্রেণীচেতনা হ'ল সঠিক পার্টিচেতনা — অর্থাৎ আপনারা সঠিক বিপ্লবী পার্টি চিনতে পেরেছেন কি না।

আপনারা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, এই হল ভর্তি লোক আপনারা সকলেই এস ইউ সি আই-কেই ভারতবর্ষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবের একমাত্র উপযোগী দল হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছেন। অর্থাৎ আপনারা বলতে চাইছেন যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারার ভিত্তিতে দলের আদর্শ, মূল রাজনৈতিক

লাইন এবং শিক্ষাগুলিকে কেন্দ্র করে নতুন মডেল-এ, নতুন ধারণায় এবং এই রকম মানসিকতা ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই যে দলটি গড়ে উঠেছে — তাকে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী করে যদি গড়ে তুলতে না পারেন, তাহলে ভারতবর্ষে বিপ্লব হবে না। এ যদি না আপনারা মনে করতেন, তাহলে আপনারা এত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল থাকতে — যারা সকলেই বিপ্লবের কথা বলে, এমনকী তার মধ্যে ছোট হোক্, বড় হোক্, অনেকে আবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথাও বলে — তাদের কারোর কথা না ভেবে এস ইউ সি আই'র কথা ভাবছেন কেন? কারণ তাদের তত্ত্ব সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছেন বা তাদের সঙ্গে মিশে তাদের আচরণ দেখে যতটুকু বুঝেছেন, তাতে অন্তত এইটুকু ধারণা আপনাদের হয়েছে যে, যে পার্টি বিপ্লব করতে পারবে, সে ধরনের পার্টি এরা নয়। এরা বিপ্লব ভাঙিয়ে খাবে। বিপ্লবকে বার বার বিপথগামী করার চেষ্টা করবে। তাই দেখছেন, বিপ্লবের আবেগ সমাজে বার বার ফুলে ফুলে আসছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই বিপ্লবের ধারায় প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য ছুটে ছুটে আসছে, সংগ্রামও গড়ছে, রক্তপাতও হচ্ছে — কিন্তু বিপ্লব পিছু হঠছে। নানা ভুল খাতে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। সাময়িকভাবে প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হচ্ছে। এই কাণ্ডই হয়ে আসছে ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন যাবৎ। কংগ্রেস জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করার পর, পুঁজিবাদ চূড়ান্তভাবে সঙ্কটে জর্জরিত হওয়ার পর, সমাজে কতবার কত সংগ্রামের ঢেউ এল। জনসাধারণ দীর্ঘদিন যাবৎ একটা পরিবর্তন মনেপ্রাণে কামনা করছে। কিন্তু বিপ্লব নৈব নৈব চ। কারণ, এই যে বললাম, এমন কাণ্ড ইতিহাসে হয়ই না যে, বিপ্লব হচ্ছে, বিপ্লব হয়ে গেল — কিন্তু একটা বিপ্লবী পার্টি একটা দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই দেশের বিপ্লবের জন্য যে ন্যূনতম 'কনটেন্ট' ও 'ফর্ম'টা প্রয়োজন, যে ন্যূনতম সংগঠনের ধাঁচাটা প্রয়োজন, সেই ফর্মে এসে তার নেতৃত্বটা নেয়নি। তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন, বিপ্লব যদি অবশ্যকরণীয় কাজ হয়, আর এই দলটা যদি সেই বিপ্লবী দল হয়, তাহলে ভাল মন্দ, ত্রুটি-বিচ্যুতি সমস্ত সংঘাতের মধ্যে এর মূল বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন, তত্ত্বগত এবং আদর্শগত লাইন যতক্ষণ ঠিক রয়েছে, ততক্ষণ এই দলের নেতৃত্বকে সংহত করা, বলিষ্ঠ করা, দুর্বলতার হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই আপনাদের সংগ্রাম পরিচালিত হবে। দলের মধ্যে একসঙ্গে চলতে গিয়ে কোন একটা বিশেষ ক্ষেত্রে, একটা স্থানীয় ক্ষেত্রে, একটা জেলা কমিটির ক্ষেত্রে, একটা সেল-এর ক্ষেত্রে কোন কর্মী বা নেতার কতকগুলো ব্যক্তিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে হয়তো অবিচার পর্যন্ত হতে পারে — কিন্তু কোন সময়েই এই মূল কথাটি, অর্থাৎ দলের নেতৃত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে শক্তিশালী করার প্রশ্নটি আপনাদের ভুলে গেলে চলবে না।

আপনারা মনে রাখবেন, একটা বিপ্লবী দলে অনেক সময় এমন ঘটনাও ঘটতে পারে, একজন কর্মীর ওপর অবিচার এমন স্তরে ঘটতে পারে যে, একজন ভাল কর্মী — যে নিজে জানে সে সৎ, তার নিষ্ঠার কোন অভাব নেই — তবু তার ওপর মতলববাজি করে একটা লেবেল আঁটা হয়ে যেতে পারে, দলের সমস্ত দরজা তার কাছে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে, এমনকী তাকে খুন করার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত হতে পারে। যদিও এইসব জিনিস এখনও আমাদের দলে দেখা দেয়নি — কিন্তু মনে রাখতে হবে, সমাজ অভ্যন্তরে নিরন্তর শ্রেণীসংগ্রামের প্রভাব দলের কর্মী ও নেতাদের ওপর বর্তাচ্ছে বলে, অতি সতর্কতার মধ্যেও কখনও কখনও কোন কোন ক্ষেত্রে এমন জিনিস দেখা দিতে পারে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এখন কোন কর্মীর ওপর যদি এরূপ কোন ঘটনা ঘটে, তাহলে সেই কর্মীটি যথার্থ বিপ্লবী হলে, বিপ্লব এবং দলের প্রতি তার আনুগত্য প্রশ্নাতীত হলে, কী করবেন ? তিনি যদি মনে করেন যে, ওপরের নেতৃত্বের কাছে তিনি ঘটনাটা জানানো সত্ত্বেও, ওপরের নেতৃত্ব এই বিষয়টিকে যথাযথভাবে বুঝল না কেন, তাহলে তিনি মারাত্মক ভুল করবেন। এইভাবে ভাবলে বুঝতে হবে যে, তিনি কেবল তাঁর নিজের কথাটাই ভাবছেন। তাঁর এ জিনিসটা বোঝা দরকার যে, ঘটনাটা তিনি যেমন বলছেন, আবার যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে বলছেন, যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন বলে তাঁর কাছে মনে হচ্ছে, তাঁরাও 'এক্সিকিউটিভ', তাঁরা কাজ চালাচ্ছেন। ফলে এ অবস্থায় কার কথাটা সত্য — এটা বুঝতে একটা নেতৃত্বের সময় লাগতে পারে, এবং কাজকর্মের ধারণার মধ্য দিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেতৃত্বের এটা বুঝতে সময় লাগে। কিন্তু, সেই কর্মীটি যদি তত সময় না দিতে পারেন বা তাঁর ওপর অন্যায় হয়েছে মনে করে এমন আচরণ করতে থাকেন যার দ্বারা দলের চিন্তাধারা ও নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও আনুগত্যের প্রশ্নটিই তিনি গোলমাল করে ফেলেন, এবং দলের ঐক্য-সংহতিকেই নষ্ট করে দিতে থাকেন, তাহলে তিনি তাঁর বেঁচে থাকা, না বেঁচে থাকা — তাঁর মর্যাদা, অমর্যাদা — তাঁর প্রতি সুবিচার করা, অবিচার করা — এসব জিনিসের একজন বিপ্লবীর জীবনে মূল তাৎপর্য কী, এই মূল কথাটাই গোলমাল করে ফেললেন। তাঁর জীবনের

উদ্দেশ্য যদি এইটাই হয় যে, তিনি তাঁর জীবন দিয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে যতদূর সম্ভব শক্তিশালী করতে চান এবং এই দলের মূল বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনকেই যদি তিনি সঠিক মনে করেন এবং এই দলকেই সঠিক বিপ্লবী দল বলে মনে করেন, তাহলে কোনও একটা জায়গা থেকে যত অবিচারই তাঁর ওপর হোক না কেন, তিনি যদি সেই বিপ্লবী আন্দোলনকেই দুর্বল করে দেন, তার সংহতিকেই দুর্বল করে দেন বা তার থেকে বেরিয়ে যান — তাহলে তাঁর এই মর্যাদায় লাগার দ্বারা, তিনি একমাত্র হীন ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করা ছাড়া, আর কী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করলেন! এ ধরনের আচরণ করলে বুঝতে হবে, তিনি মূল বিষয়টিকেই গোলমাল করে ফেললেন — যেটি সুবোধবাবু কোন সময়েই গোলমাল করেননি এবং আমাদের দলের প্রথম সারির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কিছু সংখ্যক কর্মী এমন একটা জায়গায় এসেছেন এবং আজও সেটাকে বজায় রেখে চলেছেন যে, তাঁরা এ জিনিস কখনও গোলমাল করেন না — অন্তত এখন পর্যন্ত করেননি।

আপনারা শুনলেনই যে, আমাদের দলের প্রথম সারির নেতারা প্রকাশ্যে খোলাখুলি সমালোচিত হন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড প্রীতীশ চন্দ, কমরেড শংকর সিং[৩], কমরেড হীরেন সরকার বা অন্যান্য স্তরের নেতারা সকলেই তাঁদের ভুল ত্রুটির জন্য কতবার খোলাখুলি সমালোচিত হয়েছেন, তা আমি হিসাব করে বলতে পারব না। অফিসে বহু কমরেডের চোখেই এ জিনিস পড়েছে। কিন্তু এই মানসিক ধাঁচাটা তাঁরা কোথা থেকে পেলেন? এইসব দেখে একটা সোজা ও অত্যন্ত সরলীকৃত বিচার অনেকে করতে পারেন যে — যেমন আমাদের দলের এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করে এবং তার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে, অন্যান্য দলের এবং বাইরের অনেক লোককেই এইরকম কথা বলতে শোনা যায় — সুবোধ ব্যানার্জী থেকে শুরু করে এইসব নেতারা সকলেই আমার অন্ধ স্তাবক। কেউ যদি এইরকম ভেবে পরিতৃপ্তি পান, তিনি ভাবতে পারেন। কিন্তু বিষয়টা এত সোজা নয়। এরকমভাবে স্তাবক সৃষ্টি হয় না। এত সোজা নয়। অন্তত সুবোধ ব্যানার্জীর যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল — জনসাধারণের মধ্যে তাঁর আমার থেকে নাম বেশি ছিল — তাঁর যা প্রতিপত্তি ছিল, তাতে আমার স্তাবক হয়ে সকলের সামনে ঐরকমভাবে চূড়ান্ত সমালোচিত হওয়ার পরও নির্দ্বিধায় তা খুশি মনে মেনে নেওয়ার তাঁর কোন কারণ ছিল না। এর একমাত্র কারণ, তাঁর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ছিল, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য ছিল। কখনও মনে আঘাত পেলেও তিনি এইটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে এই সমালোচনার জাত আলাদা। এটা তাঁকে খর্ব করার জন্য করা হচ্ছে না, তাঁকে আরও বড় বিপ্লবী হতে সাহায্য করার জন্যই করা হচ্ছে এবং তাঁর সম্বন্ধে প্রবল হৃদয়াবেগও আছে (গলা ধরে আসে)। এটা বুঝতে তাঁর কখনও ভুল হয়নি।

আপনারা প্রত্যেকটি কর্মী যেমনভাবে দলটাকে শক্তিশালী করতে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁরা সকলে মিলে এই স্তরটা যদি অর্জন করতে পারেন, এই মানসিকতাটা যদি আপনারা গড়ে তুলতে পারেন, তবেই দলের নেতৃত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে আপনারা শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারবেন — যেটা সুবোধবাবু করতে পেরেছিলেন। নাহলে, সমস্যা কি সুবোধবাবুর জীবনে ছিল না? সমস্যা কি বড় বড় বিপ্লবীদের জীবনে দেখা দেয় না? সমস্যা ভিয়েতনামের বিপ্লবীদের জীবনে কি দেখা দেয়নি? তাঁদের সকলেরই জীবন কি এমন যে, কোনদিন কোন সমস্যা তাঁদের দেখা দেয়নি? তাঁদের সকলেরই কি বাড়িঘরে খাবার আছে নাকি? এসব মানুষের কি ভালবাসার সমস্যা দেখা দেয়নি? যৌনজীবনে সঙ্কট দেখা দেয়নি? অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তীব্র সঙ্কট দেখা দেয়নি? ছেলেপুলে সব না খেয়ে মরেছে — এমন অবস্থা তাঁদের চোখের সামনে দেখতে হয়নি? যে বাবা এবং মাকে তাঁরা অশেষ শ্রদ্ধা করেন, তাঁদের চোখের সামনে কাঁদতে দেখতে হয়নি? সকল যুগের সমস্ত শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদেরই এসব সহ্য করতে হয়েছে, দেখতে হয়েছে। কিন্তু এসবের দোহাই দিয়ে, আর তারই পিছনে কতকগুলি যুক্তি খাড়া করে, তাঁরা বিপ্লবী জীবন থেকে পিছিয়ে যাননি। তাঁরা চব্বিশ ঘণ্টা আপন শক্তি অনুযায়ী — পথ তাঁদের জন্য কেউ করে দিক, না দিক — নিজের চেষ্টায়, যেমন বুদ্ধি তেমন চেষ্টায় — সর্বক্ষণ দলকে, আন্দোলনকে এবং বিপ্লবকে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করেছেন। সুবোধবাবুও এই জাতের নেতা ছিলেন। সেই জন্য সুবোধবাবুকে শ্রদ্ধা জানাতে হলে এই জিনিসটা বুঝতে হবে। এইভাবে নিজেদের তৈরি করতে হবে। এটা না করলে আমার কাছে সে শ্রদ্ধার কানাকড়ি মূল্য নেই। তাহলে আমি বুঝবো — এটা একটা অন্ধ হৃদয়াবেগ বা মিথ্যাশ্রয়ী, স্তাবক কতগুলো লোক শুধু চোখ দিয়ে জল ফেলছে। তাদের হৃদয়াবেগটা আমি বুঝি, কিন্তু তার দ্বারা কিছু হবে না। তারা কিছুই বোঝেনি। তারা আরও অনিষ্ট করবে। তারা সুবোধবাবুকে সঠিক বুঝলে তাঁর চরিত্রের এই গুণটি আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে।

সুবোধবাবুর জীবনেও সমস্যা ছিল, সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাত ছিল। যখন সমস্যার সমাধান করতে পারেননি, নেতৃত্বের কাছে এসেছেন। নেতৃত্বের থেকে পরামর্শ নিয়ে সেইভাবে চলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোন সময়েই এ জিনিস গোলমাল করেননি যে, সমস্যা এসেছে বলে তিনি দলের কাজ করতে পারছেন না বা দলের দায়িত্ব বহন করতে পারছেন না, বা তাঁর ক্ষমতার মধ্যে যে কাজগুলো যেভাবে করা দরকার, সাধ্যমতো তার চেষ্টা করছেন না। তিনি তাঁর সাধ্যমতো সবসময়েই বিপ্লব এবং দলের কাজ করে গিয়েছেন। যতটা পারা দরকার — সবসময়েই ততটা পেরেছেন, কি পারেননি — কর্মীরা পারবেন, কি পারবেন না — সেটা তো যোগ্যতার প্রশ্ন। সকল কাজ সকলকে দিয়ে হয় কি না — সেটাও যোগ্যতার প্রশ্ন। আমি সেকথার ওপরেও প্রথমে জোর দিতে চাই না। সকলের দ্বারা সকল কাজও হয়তো হয় না। কিন্তু যে জিনিসটা সকলের থাকা দরকার, সেটা হচ্ছে, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে যে কাজ করতে পারেন, যতটুকু করতে পারেন, যা তাঁদের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে — তার জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কি না। তাঁরা নানান ব্যক্তিগত সমস্যার দ্বারা ফেঁসে গিয়ে তাঁদের সময় এবং কর্মক্ষমতাকে নষ্ট হতে দিচ্ছেন কি না। এইটাই আসল কথা। তারপর কাজ করতে করতে মানুষের ক্ষমতা বহুমুখী হয় — নানান রকমের কাজ করার ক্ষমতা তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে।

এইভাবে যদি আপনারা সুবোধবাবুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পারেন, যদি তাঁর জীবন থেকে ঠিক এই দু'টি আসল জিনিস — যাকে খাঁটি সোনা বা নির্যাস বলা যায় — তা গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে অবস্থা যত প্রতিকূল হোক্, আপনারা বিপ্লবকে কার্যকরীভাবে রূপ দিতে সক্ষম হবেন। আর এই বিপ্লব ছাড়া, আপনারা মনে রাখবেন, দেশের কল্যাণ আপনারা করতে পারবেন না — এমনকী আপনাদের নিজেদের বিকাশ এবং অগ্রগতিও সম্ভব হবে না। কোনও কিছুই, যা যথার্থ অর্থে সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক তা আপনারা করতে পারবেন না, নিজেকেও আপনারা ঠিক রাখতে পারবেন না — যদি বিপ্লব সাধনায় আপনারা আত্মনিয়োগ না করেন। এ উপলব্ধি যদি আপনাদের ঠিক হয় তাহলে একথাও আপনাদের মনে রাখতে হবে যে, সেই বিপ্লব ভেবে ভেবে হবে না। সেই বিপ্লবের জন্য চাই বিপ্লবের নেতৃত্বকারী সংগঠন — বিপ্লবী দল। আর, এস ইউ সি আই যদি সেই বিপ্লবী দল হয় — অর্থাৎ এর মূল রাজনৈতিক লাইন, আদর্শ, রুচি, নীতি, সংস্কৃতি, বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এবং তাকে ব্যাখ্যা করবার কলাকৌশল, প্রয়োগপদ্ধতি, ধ্যানধারণা সমস্ত কিছুর দিক থেকে এস ইউ সি আই যদি সেই বিপ্লবী দল হয়ে থাকে — তাহলে এই দল থেকে সুবিধা হোক্, অসুবিধা হোক্, আঘাত আসুক, প্রত্যাঘাত আসুক —মনে রাখতে হবে, এর ভাল-মন্দ আপনাদের। এর ভালটুকু আপনার, দলে থেকে আপনার নাম হলে দলটা আপনার আর দলে থেকে বিপদগ্রস্ত হতে হলে, কোণঠাসা হতে হলে দলটা আপনার নয় — এই মানসিকতা আপনাদের বর্জন করতে হবে। সুবোধবাবুর এটা ছিল না, প্রথম সারির কোনও বিপ্লবী নেতারই এটা নেই। কাজেই সুবোধবাবুর জীবন থেকে এইটাই বড় করে নিতে হবে। আপনাদের সামনে সমস্যা যাই হোক্, অবস্থা যত প্রতিকূল হোক্ — যতক্ষণ আপনারা মনে করেন এই দলটা ঠিক, এর আদর্শ ঠিক, মূল রাজনৈতিক লাইন ঠিক, এর মূল শিক্ষাগুলো ঠিক, এবং সেই আদর্শকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন হচ্ছে, সেই আন্দোলনটা ঠিক, এবং সেইটাই উপযুক্ত নেতৃত্ব — ততক্ষণ কোন কারণে আপনি আঘাত পেয়েছেন, বা আপনার ওপর অবিচার হচ্ছে, বা আপনার অসুবিধে হচ্ছে বলে আপনি সেই আন্দোলনটাকে, তার সংহতিকে দুর্বল করতে পারেন না। এই মানসিক কাঠামোটা যদি এই হল ভর্তি প্রতিটি কর্মীর একসঙ্গে গড়ে ওঠে, তাহলে সেটা যে কী শক্তি আপনারা ধারণা করতে পারবেন না। সেটা সঙ্গে সঙ্গে দলের মধ্যে ঐক্যের বাঁধুনিটাকে ভিন্নতর করে ফেলবে। প্রত্যেকের রাজনৈতিক উদ্যোগকে এক ধাক্কায় কতগুলো স্তর উত্তরে যে উচ্চ স্তরে পৌঁছে দেবে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। তাই এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটাকে খাটো করে দেখলে চলে না। এইটা আপনাদের প্রত্যেককে অর্জন করার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

তাহলে মূল দুটো জিনিস আপনাদের আয়ত্ত করতে হবে। একটা হ'ল যতক্ষণ পার্টিটা ঠিক আছে, ততক্ষণ কোন যুক্তির আশ্রয়ে পার্টির বিরুদ্ধে না যাওয়া। আর একটা হ'ল, বড় বিপ্লবী যদি হতে চান, সুবোধবাবুর মতো বিপ্লবী হতে চান, তাঁর জীবন আপনাদের অনুপ্রাণিত করুক এইটা ভাবতে চান, তাহলে মনে রাখতে হবে, তার একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে — যত সমস্যাই আপনাদের জীবনে আসুক না কেন, সেই সমস্যায় আবর্তিত হয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে আপনাদের যে সমস্ত করণীয় কাজ এবং দায়িত্ব আছে, সেইটা একমুহূর্তের জন্যও আপনারা ফেলে রাখতে পারেন না। চোখ দিয়ে জল পড়বে, কিন্তু কাজ আপনাদের করে যেতে হবে। আপনারা সেই দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনাদের ব্যক্তিগত কিছু একটা হয়েছে,

অতএব কী করে আপনারা কাজ করবেন — এই কথা আপনারা বলতে পারেন না। জীবনকে এইভাবে দেখতে পারলে অর্থাৎ আদর্শের উপলব্ধির এই স্তরটি অর্জন করতে পারলে, আর বিপ্লব ও দলের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্যের চরিত্রের ভিত্তিটি গড়ে তুলতে পারলে এবং এই দু'টি জিনিস সুবোধবাবুর থেকে নিতে পারলে, তবেই তাঁকে আপনারা যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পারবেন। তবেই আগামী দিনের আন্দোলন, যে আন্দোলনে এস ইউ সি আই-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাকে আপনারা শক্তিশালী করতে পারবেন।

এস ইউ সি আই-কে যদি আপনারা দ্রুত শক্তিশালী করতে না পারেন, অবস্থার মোকাবিলার জন্য রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক — উভয় দিক থেকেই দ্রুত তাকে তৈরি করতে না পারেন, অর্থাৎ যদি এমন দেখা যায় যে, দলটা রাজনৈতিকভাবে তৈরি হয়েছে, নেতৃত্বের চিন্তায়-ভাবনায় সব দেখা যাচ্ছে, কিন্তু গণসংগঠনগুলো গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সেই রাজনীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করার মতো শক্তি আপনারা সঞ্চয় করতে পারেননি — তাহলে, যেমন অতীতে হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতেও বার বার মানুষ লড়াইয়ের ময়দানে আসবে, আর তাকে বিপথগামী করবে মেকি বামপন্থীরা। তারা কখনও উজির-নাজির হয়ে, কখনও মন্ত্রী হয়ে, জনতাকে পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে নিয়ে গিয়ে, তাদের কোরবানির ফলটাকে সেইখানে নিঃশেষ করে দেবে; আর না হয়, কোথাও ভ্রান্ত পেটিবুর্জোয়া উগ্র বিপ্লববাদ, বা 'রোমান্টিসিজমে'র লাইনে অবাস্তবভাবে বিপ্লবের শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়ে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সংহত হতে সাহায্য করবে। বিপ্লব হবে না। বিপ্লব করতে হলে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করতে হবে। এইটি করবার জন্য যদি আপনারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ফিরে যান, তবেই আমি বুঝবো, আপনারা সুবোধবাবুর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন।

আপনাদের প্রত্যেকের মানসিকতা এমন থাকা চাই যে, আপনাদের যাঁর যতটুকু সামর্থ্য আছে — দলের সভ্যপদ কারোর থাকুক, না থাকুক — দল যদি কাল কাউকে সভ্যপদ নাও দেয়, যতক্ষণ বুঝছেন যে, বিপ্লব চাই, এবং এইটাই আদর্শ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে বিপ্লবের উপযুক্ত দল — দল কাউকে সভ্যপদ দেয়নি বলে তো সঙ্গে সঙ্গে সেইটা পাল্টে যায় না — আপনারা এই বিপ্লবী আন্দোলন, আর এই দলটাকেই শক্তিশালী করার জন্য আপনাদের সাধ্যমতো কাজ করে যাবেন, তার জন্য আপনাদের ডাকতে হবে না। এই প্রক্রিয়াই হ'ল সঠিক বিপ্লবী প্রক্রিয়া এবং এইটা থাকে বলেই দল বহিষ্কার করে দেয় যাঁদের — সেই বড় বিপ্লবীরা বহিষ্কৃত হয়ে যাওয়ার পরও, প্রকাশ্যে সমালোচিত হওয়ার পরও, তাঁদের নিন্দা করার পরও আবার পার্টিতে ফিরে আসেন। নিজেরাই ফিরে আসেন। পার্টি এত সমালোচনা করেছে বা প্রকাশ্যে এত নিন্দা করেছে, ফলে কী করে আর তাঁরা ফিরে আসেন — এইসব মিথ্যা মর্যাদাবোধের প্রশ্ন তাঁরা তোলেন না।

এই দেখুন চীনের পার্টি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগের দিন পর্যন্ত পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন তেং শিয়াও পিঙ[৪]। 'র‍্যাংক'-এর অর্থে মাও সে-তুঙ, লিউ সাও-চি, চৌ এন-লাই, তারপরেই তেং শিয়াও পিঙ — পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি। পার্টিতে পোস্ট-এর দিক থেকে বিচার করলে চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান-এর পরেই তাঁর পোস্ট। সেই লোক পার্টি ও জনসাধারণের দ্বারা লিউ সাও চি-র সাথে একই সঙ্গে 'পুঁজিবাদের রাস্তা অনুসরণকারী', 'নয়া ক্রুশ্চেভ', 'চীনের ক্রুশ্চেভ' — এই সব নামে প্রকাশ্যে সমালোচিত হলেন এবং নিন্দিত হলেন। পার্টির নির্দেশ তিনি মেনে নিলেন না একটা স্তরে। বললেন — যা করেছেন, ঠিক করেছেন। ফলে তিনি আরও সমালোচিত হলেন এবং পার্টি তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে দিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লব শেষ হওয়ার পর পার্টির নবম কংগ্রেস যখন অনুষ্ঠিত হ'ল, তখনও তিনি পার্টিতে ফিরে এলেন না এবং পার্টির নবম কংগ্রেস কর্তৃকও প্রকাশ্যে সমালোচিত এবং নিন্দিত হলেন। তারপর পার্টির দশম কংগ্রেসের মুখে এসে তিনি ভুল স্বীকার করে পার্টিতে যোগ দিলেন। দেখুন, গুণের আদর একটা সত্যিকারের বিপ্লবী দল, একটা সত্যিকারের বড়দরের পার্টিতে কীরকম হয়। বড় পার্টির বৈশিষ্ট্য থাকলে হয়। সেখানে এইসব সমালোচনা ও নিন্দার কোন ব্যক্তিগত দিক নেই। যাকে এত সমালোচনা করে, এত নিন্দা ক'রে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হ'ল, সেই লোকই ভুল স্বীকার করে পার্টিতে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার হয়ে গেলেন। দশম কংগ্রেসের সমসাময়িক সময়ে এসেছেন বলে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরোতে তখনও ঢুকতে পারেননি, কিন্তু চৌ এন-লাইয়ের পরেই তাঁর র‍্যাংক — এইরকম জায়গায় তিনি এসে গেলেন। ইদানিং খবরের কাগজে আরও আপনারা দেখেছেন যে, চৌ এন-লাইয়ের শরীর ভেঙে যাওয়ার ফলে এবং একসঙ্গে তাঁর ওপর অনেক চাপ পড়ে যাওয়ায় এতগুলো কাজ তিনি পারছেন না বলে, তিনি শুধু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি,

আর পলিটব্যুরোর সভ্য থাকছেন — বাকি অন্য সমস্ত কাজের দায়িত্ব বহন করবার জন্য একটা 'বডি' করে দেওয়া হয়েছে। এই 'বডি'র চার্জে কিন্তু সাংহাইয়ের সেই ওয়াং হুয়ান — যার সম্পর্কে এত 'স্পেক্যুলেশন' সর্বত্র হ'ল যে, মাও এর পরেই সে — একদিকে চৌ এন-লাই, একদিকে সে — তিনি কিন্তু আসেননি। সেই পুরনো লোক তেং শিয়াও পিঙ — যে মুহূর্তে ভুল স্বীকার করে ফিরে এলেন, সেই মুহূর্তেই তাঁকে এই 'বডি'র মাথায় বসিয়ে দেওয়া হ'ল। তাঁর মনে কিন্তু এই প্রশ্ন কখনও ওঠেনি যে, তাঁকে যখন এত সমালোচনা করা হয়েছে, তখন তিনি পার্টিতে কী করে আর ফিরে আসবেন, কী করে সাধারণ কমরেডদের কাছে মুখ দেখাবেন। কারণ তাঁরা জানেন যে, যে কমরেডরা এত সমালোচনা করেছে, সেই কমরেডরাই যখন দেখবে যে, তিনি ভুল বুঝে আবার পার্টিতে ফিরে এসেছেন, তাঁর গুণ এবং ক্ষমতার জন্য সেই কমরেডরাই আবার তাঁকে মাথায় করে নিয়ে নাচবে, তাঁর জন্য তারা প্রাণ দেবে, তাঁর জন্য তাদের বুক ফাটা কান্না বেরোবে। এই উপলব্ধিতে তাঁর কোন অসুবিধে নেই এবং যে কোন বড় বিপ্লবীর এটা একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একথা ঠিক যে, মতলববাজরাও কিছু কিছু এরকমভাবে ঢুকতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ইতিহাসে দেখা যাবে, বড় বিপ্লবীরা এইরকমভাবে আচরণ করেছে। এই মানসিকতার কথাই আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছি। আর, তার সঙ্গে সুবোধবাবুর এই স্মরণসভায় আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাইছি — ব্যক্তিগত সুবিধে-অসুবিধে, দুঃখ-বেদনা আপনাদের যাই থাকুক, পরিস্থিতি আপনাদের অনুকূলে হোক্ অথবা চূড়ান্ত বিরুদ্ধে হোক্, নানারকমের অসুবিধা এবং মানসিক অসংখ্য দ্বন্দ্ব আপনাদের থাকুক — এগুলো সবই মানুষের মধ্যে থাকে — কিন্তু কোন অবস্থাতেই আপনারা যেন দলের এই মূল শিক্ষা থেকে বিচ্যুত না হন। একথা ঠিক যে, যদি উপযুক্তভাবে এসবের বিরুদ্ধে আপনারা সংগ্রাম না করতে পারেন, তাহলে তার জন্য আপনাদের সাময়িক অসুবিধা হতে পারে, কাজের গতিবেগের মধ্যে একটু তারতম্য হতে পারে। ফলে সেটুকুও যাতে না হয়, তার জন্য আপনাদের সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু এ সবের জন্য যুক্তি খাড়া করে আপনারা কাজ করতে পারেন না, পার্টির দায়িত্ব বহন করতে বা নিতে পারেন না, এবং তা কেন নিতে পারেন না — তার আবার একটি 'মেটিরিয়ালিস্টিক' অর্থাৎ বস্তুতান্ত্রিক (!) ব্যাখ্যা, বিপ্লবী হলে আপনারা দিতে পারেন না। আমি এই কথাটা এইজন্যই বলছি যে, যেহেতু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের শিখিয়েছে সবই বাস্তব থেকে হয় এবং বাস্তবকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না — সেহেতু অনেকে কী কী বাস্তব অবস্থার চাপে পড়ে বিপ্লবে ঠিক ঠিক মতো কাজ করতে পারছেন না, তার একটা মেটিরিয়ালিস্টিক জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন। আমি বলি, এর জন্য মেটিরিয়ালিজ্‌ম্-এর দরকার নেই। এইটুকু বোঝবার জন্য এত কষ্ট করে মেটিরিয়ালিজ্‌ম্ জানার দরকার কী? এর যথার্থ মেটিরিয়ালিস্টিক জবাব যদি আপনাদের পেতে হয়, তাহলে এইটাই পেতে হবে যে কী কী অসুবিধার জন্য আপনারা বিপ্লবের কাজ করতে পারছেন না বলে আপনাদের মনে হচ্ছে এবং কী কী ভুল ধারণার জন্য আপনাদের সেইটা মনে হচ্ছে, সেইটা জেনে তৎক্ষণাৎ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কাজ করার মতো শক্তি সঞ্চয় করা। ধারণা, চিন্তাভাবনা এইভাবে পরিচালিত করতে পারলেই তা যথার্থ মেটিরিয়ালিস্টিক — 'ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিস্টিক' ধারণা অনুযায়ী পরিচালিত হ'ল, এবং যিনি ধারণাকে এইভাবে পরিচালিত করলেন, বুঝতে হবে, তিনিই যথার্থ 'ডায়লেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্' আয়ত্ত করলেন।

আমি আগেও বলেছি, আগামী সময়টা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পার্টিটাকে দ্রুত অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার মতো রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দিক থেকে শক্তিশালী করে আপনাদের গড়ে তুলতে হবে। আগে, ভাবলেও আমরা এ কাজ পারতাম না। কিন্তু এখন আমাদের যা সংখ্যা, তাতে আমরা প্রতিটি নেতা ও কর্মী যদি ভেবে এটাকে রূপ দেবার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা একাজ করতে পারি। তার জন্য প্রত্যেকটি কর্মী যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁদের আপন উদ্যোগ এবং বুদ্ধি অনুযায়ী — পারুন, বা না পারুন, সফলতা হোক্, বিফলতা হোক্, — কর্মবিমুখ না হয়ে কাজ করে যেতে হবে। এই কাজের প্রক্রিয়া হবে — একদিকে আপনারা দলের রাজনীতি বুঝে নিচ্ছেন, আরেকদিকে সেই রাজনীতির ভিত্তিতে জনতাকে যে কোন ক্ষেত্রে হোক্ সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন। তার জন্য হয় ক্লাব, না হয় কৃষক ও খেতমজুরদের সংগঠন, না হয় বস্তি কল্যাণ সমিতি, না হয় সাহিত্য সভা, না হয় কাব্য সভা, না হয় ডনখানা, না হয় শ্রমিক ইউনিয়ন অথবা শ্রমিক কল্যাণ সমিতি, না হয় মজুরদের রাজনৈতিক ক্লাস গ্রহণ করা যেভাবেই হোক আপনারা মানুষের সঙ্গে মিশছেন, মানুষকে আপনাদের আশেপাশে সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন, তাদের ভ্রান্ত রাজনীতি থেকে মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দলের রাজনীতিতে আনবার চেষ্টা করছেন — এই কাজটি আপনাদের করতে হবে, পুরোপুরি উদ্যোগ নিয়ে যার যার ক্ষেত্রে আপন আপন কর্মক্ষমতা অনুযায়ী। এই কাজ করার সময় তা

আপনারা ঠিকমতো পারছেন কি না — সেসব প্রশ্ন তুলছেন না বা হচ্ছে না মনে করে বসে যাচ্ছেন না এবং এইরকম প্রশ্ন মনে দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ সুবোধবাবুর কথাটা মনে করছেন এবং বড় বিপ্লবীদের কথাটা মনে করছেন — এইভাবে আপনাদের মানসিক গঠন এবং চিন্তাধারাকে গড়ে তুলতে হবে। আপনাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে, রাস্তা যখন এটাই, বিপ্লব যখন করতেই হবে — তখন বিপ্লবী দলের কথা, বিপ্লবী রাজনীতির কথা বোঝানো এবং তার ভিত্তিতে জনতাকে সংগঠিত করা এবং জনতার মধ্যে রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করা ছাড়া, আপনাদের আর কোন কাজ নেই এবং আপনাদেরও বিপ্লবী হওয়ার আর কোন রাস্তা নেই। ফলে আজ যদি আপনারা এই কাজের ফল কিছু নাও পান, দশ বছর না পান, বিশ বছর না পান — তাহলেও এইটাই আপনাদের একমাত্র সত্য পথ। এই পথ আঁকড়ে ধরেই আপনারা একদিন ক্ষমতার অধিকারী হবেন এবং দেশের চেহারা পাল্টাতে পারবেন। আর বাকি সমস্ত পথ তো — আপনারা বিপ্লবী হলে — আপনাদের কাছে মিথ্যা পথ। পারছেন না বলে, হচ্ছে না বলে যদি আপনারা বিভ্রান্ত হয়ে যান, অন্য পথে যান — তাহলে সেই পথটা কি আপনাকে বিপ্লব করে দেবে? ফলে, 'পারছেন না', 'হচ্ছে না', 'লোকে বুঝছে না' অথবা 'আপনার ঘরে অভাব, আপনি খেতে পাচ্ছেন না' অথবা 'আপনার মন খারাপ এবং তা এমন খারাপ যে, আপনি মাথা স্থির রাখতে পারছেন না, কাজ করতে পারছেন না' — এইসব যা হয় কোন একটা উপলক্ষ্য করে যদি আপনারা বিপ্লবের কাজে অবহেলা করেন, তাহলে বুঝতে হবে — আপনারা বিপ্লব কী, তাই বোঝেননি। আর, সেক্ষেত্রে সুবোধবাবুকেও বোঝেননি। হাজার কান্নাকাটি করলেও বোঝেননি। যদি সুবোধবাবুকে বিন্দুমাত্র বোঝেন, তাহলে তাঁর জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার একটাই মানে হবে, তা হচ্ছে, আপনাদের নিজেদের তেমনি বিপ্লবী করে তৈরি করা। তাহলে এইরকম কৈফিয়ত আপনারা দিতে পারবেন না বা তেমন কৈফিয়ত দেওয়ার আগে লজ্জায় আপনারা মাটিতে মিশে যাবেন। যদি এমন ঘটনা ঘটে যে, আপনারা হাজার বার বোঝাচ্ছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু করে উঠতে পারছেন না, হচ্ছে না — তাহলে তো সকলেই তা দেখতে পাবে। এটা নিয়ে আপনাদের হতাশ হওয়ার কী আছে? আপনাদের নিজেদের মধ্যে যদি এই মানসিকতা দেখা দেয় যে, আপনারা কিছু করতে পারছেন না বা আপনাদের কাজে কোন ফল হচ্ছে না বলে আপনারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে কিছু করছেন না এবং আপনাদের মধ্যে কাজ করবার উৎসাহই নেই — তাহলে বুঝতে হবে, সুবোধবাবুর জীবন থেকে আপনারা কিছু শেখেননি। তাঁকে আপনারা বোঝেননি। আর না বুঝে শ্রদ্ধাটা কি আবার একটা শ্রদ্ধা নাকি? এটা তো একটা অন্ধতা।

কাজেই এই মূল কথাটা আপনাদের ধরতে হবে যে, ভারতবর্ষের বিপ্লব আসব আসব করছে। বুঝতে হবে, সমস্ত দিক থেকেই এই সমাজের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। শাসকগোষ্ঠী কোন কিছু দিয়েই চেষ্টা করে এই সমাজকে আর টিকিয়ে রাখতে পারছে না। ভারতবর্ষের সমাজ মুক্তিযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে। শুধু মানুষের সংগঠিত সচেতন রাজনৈতিক আন্দোলনের অভাব আর যতটুকু ন্যূনতম শক্তি হলে জনতার এই বিপ্লবের আবেগ এবং বিপ্লবমুখী অবস্থাটাকে একটা সংগঠিত লাগাতার দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী লড়াইতে নামিয়ে দেওয়া যায়, ততটুকু শক্তিসম্পন্ন একটা সত্যিকারের বিপ্লবী দলের অভাব। আর বিপ্লবের বাস্তব অবস্থার সমস্ত জমি, 'ইনগ্রেডিয়েন্ট', গোলাবারুদ সব তৈরি। মানুষ পরিবর্তন চাইছে। পুরনো সমাজের মিলিটারির তাগদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া শাসকগোষ্ঠীর নির্ভর করার মতো আজ আর কিছু নেই। আর, তারা নির্ভর করছে মানুষের অজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক বিভ্রান্তির ওপর — কিন্তু এটা খুব বড় নয়। বাস্তব অবস্থার চাপ মানুষের ওপর এত পড়ছে যে, সেই অবস্থার চাপের জন্য বিভ্রান্তির যুক্তি, ধর্মের মোহ — এইসব কোন কিছুই মানুষকে আটকে রাখতে পারবে না। বিপ্লবের জোয়ার যদি শুরু হয়, কোন যুক্তি দিয়েই মানুষকে আটকে রাখা যাবে না। তখন বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটিমাত্র অস্ত্রই বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে থাকবে — সেটা হচ্ছে মিলিটারি, পুলিশ, গোলাবারুদ। কিন্তু একটা দেশ, একটা জাতি কোমর সিধে করে একটা বিপ্লবী নেতৃত্বের অধীনে সঠিক বিপ্লবী লাইনের ভিত্তিতে লড়াই শুরু করে দিলে, তখন কি আর গোলাবারুদ দিয়ে তাকে আটকানো যায় নাকি? ইতিহাসে কোনদিন কেউ পেরেছে কি? দেখুন, কতটুকু দেশ ভিয়েতনাম, আর কতবড় সামরিক শক্তির অধিকারী আমেরিকা। গোটা দেশটাকে বোমা মেরে মেরে মাটির তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল আমেরিকা। কিন্তু পারল কি শেষপর্যন্ত ভিয়েতনামের মুক্তিআন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখতে? পারল নাকি সেই দেশের চাষী-মজুরকে এবং সাধারণ মানুষকে ধ্বংস করতে? যাঁরা মনে করেন যে, বোমা দিয়ে গোটা দেশের মানুষকেই মেরে ফেলা যায়, তাঁরা জানেন না যে, তা পারা যায় না। এত সোজা নয়। যাঁরা 'হিউম্যানিটি'কে বোঝেন, তাঁরা এটা জানেন।

এই মানসিকতাগুলোকে ঠিক রাখার জন্যই ভাল করে ইতিহাস পড়তে হয়। এটা জানলেই বোঝা যাবে যে, হিউম্যানিটির ক্ষতি হয়তো অনেক করে দেওয়া যায়, এমনকী প্রবল একটা বিরুদ্ধ শক্তি সৃষ্টি করে তার পরিবর্তনের গতিবেগটাকেও হয়তো সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য আটকে দেওয়া যায়, কিন্তু একটা অমানবিক শক্তি এসে হিউম্যানিটিকে ধ্বংস করে ফেলবে — এ কখনই সম্ভব নয়। তাহলে মানবসমাজ বেঁচে থাকতেই পারত না। এই মনোবলের ওপরেই বিপ্লবের 'এথিক্স' — তার মনোবল, এবং দৃঢ়চিত্ততা নির্ভর করছে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, বিপ্লবের অনুকূল পরিস্থিতির দিক থেকে ভারতবর্ষে সবই তৈরি। শুধু নেই কী? বড় বড় দলও আছে, এমনকী তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নামওয়ালা দলও আছে। গরম গরম স্লোগান দেওয়ার লোকও আছে। চালাকি করার লোকও আছে। ভাল ভাল সংগঠন করার লোকও আছে। খুব কায়দা করে রাতারাতি বড় বড় ফেডারেশন তৈরি করা এবং সেই ফেডারেশনের ঝান্ডার অধীনে হাজার হাজার , লক্ষ লক্ষ কর্মীর ধর্মঘট করার লোকও আছে। কিন্তু নেই কী? নেই সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন, আদর্শ, সর্বব্যাপক বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দল উপযুক্ত শক্তি নিয়ে। দলটা আছে, গড়ে উঠেছে, কিন্তু জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ লড়াইগুলো যখন ফেটে পড়ে, তখন সেগুলোকে একটা নির্দিষ্ট বিপ্লবী লাইনে ঠিক রাস্তা ধরে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই শুরু করিয়ে দেওয়ার মতন শক্তি আজও এই দলটা অর্জন করেনি। সেই শক্তিটি যেমন করে হোক, জীবন দিয়ে কর্মীদের দ্রুত অর্জন করতে হবে। দলের প্রতিটি কর্মী এই সভায় উপস্থিত হতে পারেননি। এই সভায় শুধু শিক্ষাশিবিরের জন্য যাঁরা কার্ড পেয়েছেন, তাঁরাই এসেছেন। এর অনেক গুণ বেশি কর্মী আমাদের সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। এই প্রতিটি কর্মী তার আপন আপন ক্ষেত্রে বিদ্যা-বুদ্ধি, ক্ষমতা-অক্ষমতা সব নিয়েই যদি একদিকে দলের আদর্শ, মূল শিক্ষাগুলি ও বিপ্লবী রাজনীতি আয়ত্ত করতে থাকেন, অন্যদিকে ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা যাই হোক তাকে কেন্দ্র করে কর্মদায়িত্বকে অস্বীকার না করে কাজে লেগে থাকেন এবং এইটা যদি আজকের এই সভায় আপনারা প্রতিজ্ঞা করে যান এবং প্রতিটি কর্মীকে এইটা করার জন্য আপনারা ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ করেন, তবে আপনারা সুবোধবাবুর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন বলে আমি মনে করব। তবেই সত্যি সত্যি তিনি যে কাজ করে যেতে পারেননি, অদূর ভবিষ্যতে সেই কাজ তাঁরই দল — এস ইউ সি আই-এর দ্বারা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে। এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য আজকে আমি এইখানেই শেষ করলাম।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।
কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী জিন্দাবাদ।
কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী লাল সেলাম।

১। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
২। মহান ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩। ১৯৯৬ সাল থেকে 'রেনিগেড'-এ পরিণত
৪। পরবর্তীকালে সংশোধনবাদীতে রূপান্তরিত

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৭৪ সালের ৭ অক্টোবর
প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।